



## 102537 - শূকররে গাশত সম্বলতি জীবজন্তুর খাবার প্রস্তুত করার বধিান

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: জীবজন্তুর খাবার প্রস্তুতকারক কারখানায় চাকুরী করার হুকুম কি? যিে খাবারিে শূকররে গাশত থাকে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ

এক:

যসেব প্রাণী খাওয়া জায়যে নয় যমেন- কুকুর, বড়িাল সসেব প্রাণীকে হালাল নয় এমন কিছু খাওয়ানো জায়যে আছ; যমেন- শূকররে গাশত। কেননা শূকরকে যবহে করা হোক বা না-হোক শূকর মরা প্রাণী হিসেবে গণ্য।

ইমাম নববী তাঁর 'মাজমু'গ্রন্থে (৪/৩৩৬) বলেন: কুকুর ও পাখিকে মরা প্রাণী খাওয়ানো জায়যে। চতুষ্পদ জন্তুককে নাপাক খাবার খাওয়ানো জায়যে। [সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত] শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রাহমিহুল্লাহ) বলেন: “মদ দিয়ে আগুন নভোনো জায়যে। বাজপাখি ও ঈগলকে মরা প্রাণী খাওয়ানো জায়যে। চতুষ্পদ জন্তুককে নাপাক পোশাক পরধিান করানো জায়যে। অনুরূপভাবে আলমেগণরে প্রসদিধ মতানুযায়ী, নাপাক চর্বা দিয়ে বাত জ্বালানো জায়যে। ইমাম আহমদ থেকে বর্ণতি দুইটি অভিমতরে মধ্যে এ মতটি প্রসদিধ। জায়যেরে কারণ হলো-উল্লেখতি ক্ষত্রে নাপাক জনিসি ব্যবহার করা সগেলো ধ্বংস করার পর্যায়ভুক্ত এবং এতে ক্ষতির কিছু নই। [আল ফাতাওয়াল কুবরা: ১/৪৩৩]

দুই:

আলাদাভাবে শুধু শূকররে গাশত অথবা অন্য কছির সাথে মশিরতি শূকররে গাশত বক্রি করা নাজায়যে। দললি হচ্ছ- সহহি বুখারী (২২৩৬) ও সহহি মুসলমি (১৫৮১)-এ জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ (রাদআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণতি আছে, তিনি মক্কা বজিরে বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কাতে বলতে শুনছেন “নশিচয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলমদ, মরা-প্রাণী, শূকর ও মূর্তি বক্রিয় হারাম করছেন।”

ইমাম নববী (রঃ) বলেন: শকারি-জন্তুককে মরা প্রাণী খাওয়ানো বধে; তবে তা বক্রি করা বধে নয়। [আল মাজমু-৯/২৮৫]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রঃ) কে বড়িালরে জন্য প্রস্তুতকৃত শূকররে গাশত সম্বলতি কটোজাত খাদ্যরে ব্যাপারে জিজ্ঞাসো



করা হয়েছিল- ‘এ জাতীয় খাদ্য ক্রয় করা ও বড়ালকে খাওয়ানো জায়যে হবে কনি’? তিনি উত্তরে বলেন, যদি এ জাতীয় কটোজাত খাদ্য ক্রয়েরে ব্যাপার হয় তাহলে তা জায়যে হবে না। কনেনা অর্থরে বনিমিয়ে শূকররে গশেত ক্রয় করা বধৈ নয়। তবে যদি কঠোও পরতিযক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং তা সংগ্রহ করে বড়ালকে খাইতে দেয়, তবে কনেনা সমস্যা নহৈ। আল্লাহই ভাল জাননে।

আরও জানতে 5231 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন।

এ আলচনার ভিত্তিতে বলব, এমন খাদ্য তরৈরি কাজ করা জায়যে হবে না য়ে খাদ্যে শূকর অথবা মরাপ্রাণীর গশেত আছে। কারণ এর দ্বারা হারাম ও গুনাহরে কাজে সহায়তা করা হয়। কনেনা এ খাদ্য বক্রিরি উদ্দেশ্যে তরৈরি করা হয়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে -এ ধরণে খাদ্য বক্রিরি করা হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করনে “সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর। অসৎকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তদিতা।”।[সূরা আল-মায়দো: ২]

আল্লাহই ভাল জাননে।